## কার্যাবলী অনুযায়ী শহরের শ্রেণিবিভাগ
## Functional Classification of Town

বিভিন্ন শহর বা নগরের কার্যাবলী বিভিন্ন রকম। শিল্পবিপ্লবের পর থেকেই আঞ্চলিক বিশেষীকরণের ফলে বিভিন্ন শহর বা নগরের কার্যাবলীর ধরনের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। কোনো শহর বা নগরের কার্যাবলী থেকে সেই শহর বা নগরের বৈশিষ্ট্য সহজেই বোঝা যায়। প্রধান কার্যাবলী অনুযায়ী শহরের যে শ্রেণিবিভাগ করা হয় নীচে সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

**1. প্রতিরক্ষা শহর (Defence Town) :** প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত অনেক শহর গড়ে ওঠে। এই সমস্ত শহরের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয় উপাদান নির্মাণ কেন্দ্র ও সামরিক প্রতিরক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এই ধরনের শহরগুলিতে সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, আমোদ প্রমোদ ব্যবস্থা এবং দ্রুত পরিবহন পথ গড়ে ওঠে। প্রতিরক্ষা শহরের আরো বৈশিষ্ট্য হল এখানে সেনাবাহিনী থাকার জন্য বসতবাড়ি, বিমান অবতরণ কেন্দ্র, যুদ্ধ জাহাজের জন্য পোতাশ্রয় প্রভৃতি গড়ে ওঠে। মধ্য যুগে শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য অধিকাংশ শহরই প্রতিরক্ষার সুবিধাযুক্ত স্থানে গড়ে উঠত। এই ধরনের শহরগুলি সাধারণত পাহাড়ের উপরে, নদী বা সমুদ্রের তীরে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে এই ধরনের শহরের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। বিভিন্ন ধরনের প্রতিরক্ষা শহর হল—

**(i) দুর্গশহর (Fort Town) :** ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্রের এডিনবার্গ ; ভারতের যোধপুর, চিতোরগড়, গোয়ালিয়র প্রভৃতি দুর্গ শহরের উদাহরণ। এই ধরনের শহরের চারিদিকে সুরক্ষিত প্রাচীর তৈরি করা হয়।

**(ii) গ্যারিসন শহর ( Garrison Town ) :** প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত প্রতিরক্ষা শহরকে গ্যারিসন শহর বলে, যেমন ভারতের ব্যারাকপুর, পুনে প্রভৃতি।

**(iii) নৌশহর ( Navigation Town ) :** নৌঘাঁটিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রতিরক্ষা শহর গড়ে ওঠে, যেমন সিঙ্গাপুর, কোচি, এডেন প্রভৃতি।

**(iv) আধুনিক সামরিক শহর ( Modern Defence Town ) :** আধুনিক যুগে সামরিক ঘাঁটিকে কেন্দ্র করে ছোটো ছোটো শহর গড়ে ওঠে। এই ধরনের শহরে সেনাবাহিনীর বসবাসের জন্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ভারতের কলাইকুণ্ডা, পুঞ্চ প্রভৃতি শহর।

**2. প্রশাসনিক শহর ( Administrative Town ) :** প্রশাসনিক শহরগুলি কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রশাসনিক কার্যাবলীর জন্য স্থাপিত হয়। এই ধরনের শহরগুলি দেশ, রাজ্য, জেলা কিংবা পৌর শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র হতে পারে। অধিকাংশ প্রশাসনিক শহরে বিভিন্ন ধরনের সরকারি দপ্তর, আদালত, সরকারি আবাসন, ডাকঘর, ব্যাংক প্রভৃতি দেখা যায়। এই শহরের অধিবাসীরা প্রধানত প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত থাকলেও অনেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, ছোটো শিল্প এবং পরিষেবা ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ করে। এই ধরনের শহরের বিদ্যুৎ জলসরবরাহ, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পরিবহন পথ উন্নত ধরনের হয়। বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক শহরগুলি হল—

**(i) জাতীয় রাজধানী শহর ( National Capital Town ) :** জাতীয় রাজধানী শহরগুলি হল ভারতের নতুন দিল্লি, জাপানের টোকিও, লন্ডন।

**(ii) রাজ্য রাজধানী শহর ( State Capital Town ) :** এরূপ রাজধানী শহরগুলি হল পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, ওড়িশার ভুবনেশ্বর, ছত্তিশগড়ের রায়পুর প্রভৃতি।

**(iii) জেলা শহর ( District Town ) :** জেলা প্রশাসনিক শহরগুলি হল, হাওড়া, বর্ধমান, জবলপুর, মেদিনীপুর, তমলুক প্রভৃতি।

**(iv) পৌর শহর ( Municipal Town ) :** পৌর শহরগুলি হল চন্দননগর, শিলিগুড়ি, কটক, ঘাটশিলা প্রভৃতি।

**3. সাংস্কৃতিক শহর ( Cultural Town ) :** বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কার্যাবলীকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক শহরের (Cultural Town) উৎপত্তি হয়। শিল্পকলা, বিজ্ঞানচর্চা, ধর্মীয় প্রচার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক শহর গড়ে ওঠে। কোনো কোনো শহর সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের জন্য সমধিক পরিচিত হয়। বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক শহরগুলি হল—

**(i) ধর্মীয় শহর ( Religious Town ) :** ধমীয় প্রচারের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় শহর গড়ে ওঠে। যেমন হিন্দু ধর্মীয় শহর হল বারাণসী, তিরুপতি, পুরী প্রভৃতি। মুসলিম ধর্মীয় শহর হল মক্কা, মদিনা। রোমান ক্যাথলিক ধর্মীয় শহর হল রোম, শিখ ধর্মীয় শহর অমৃতসর। বৌদ্ধ ধর্মীয় শহর লাসা, ইহুদি ধর্মীয় শহর জেরুজালেম প্রভৃতি।

**(ii) শিক্ষাভিত্তিক শহর ( Educational Town ) :** কোনো অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শিক্ষা শহর গড়ে উঠে। শিক্ষা শহর হিসাবে ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ, ভারতের শান্তিনিকেতন, আলিগড় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শিক্ষাভিত্তিক শহরগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজভবন কিংবা সংলগ্ন গ্রন্থাগার, খেলার মাঠ ছাড়াও ছাত্র-শিক্ষকদের প্রয়োজনে বই দোকান, বই প্রকাশন এবং বিক্রয় কেন্দ্র গড়ে উঠে।

**(iii) সংস্কৃতি শহর ( Culture Town ) :** বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে শহর গড়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বলিউড, হলিউড, কান প্রভৃতি চলচ্চিত্র নির্মাণ কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে।

**4. সংগ্রহ শহর ( Collection Town ) :** সংগ্রহ শহরের মূল কার্যাবলী হল ঐ শহরের পশ্চাদ্‌ভূমিতে উৎপাদিত কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহ করা। এই ধরনের শহরে অধিবাসীরা প্রধানত প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহ করে এবং কিছু কিছু

ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক সম্পদকে ভোগ্যপণ্যে রূপান্তরিত করে কিংবা শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে। সংগ্রহ শহর যে সমস্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলি হল খনিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ কিংবা বনজ সম্পদ। সেই হিসাবে এদের বিভিন্ন নামকরণ যথা—

**(i) খনিজ শহর ( Mineral Extraction Town ) :** খনিজ শহরে খনিজসম্পদ উত্তোলিত হয় এবং তা স্থানীয় অথবা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কিংবা কখনো বিদেশে রপ্তানি করা হয়। কখনো কখনো ঐ খনিজ সম্পদকে কেন্দ্র করে ঐ স্থানে শিল্পকেন্দ্র স্থাপন হয়। শিল্পকে কেন্দ্র করে এবং শিল্পের সুবিধা নিয়ে এখানে শহর গড়ে উঠে। এই ধরনের শহর ছোটো কিংবা বড়ো হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কয়লা নির্ভর শহর ধানবাদ, ঝরিয়া, রানিগঞ্জ ; তামা নির্ভর শহর ঘাটশিলা ; চুনাপাথর নির্ভর শহর বীরমিত্রপুর ; সোনা নির্ভর শহর জোহানেসবার্গ প্রভৃতি।

**(ii) মৎস্য শহর ( Fish Collection Town ) :** মাছ সংগ্রহকে কেন্দ্র করে সামুদ্রিক নদীবন্দরে বিশেষ সুবিধাযুক্ত স্থানে মৎস্য শহর (fish town) গড়ে ওঠে। মাছ সংগ্রহ শহরে মাছ আহরণ, মাছ সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, মাছ প্রক্রিয়াকরণ এবং রপ্তানি করার জন্য মৎস্য শিকারীরা মৎস্য শহর গড়ে তোলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোচি, পারাদ্বীপ প্রভৃতি।

**(iii) বনজ শহর ( Forestry Town ) :** বনজ সম্পদ তথা কাঠ সংগ্রহ বা কাঠকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলাকে কেন্দ্র করে বনজ শহর (forestry town) গড়ে ওঠে। এই শহরে কাঠ চেরাই কল, কাঠমণ্ড, কাগজ তৈরির কারখানা প্রভৃতি গড়ে ওঠে। উল্লেখযোগ্য বনজ শহর হল মালয়েশিয়ার টাবাউ, কানাডার কর্নারব্রুক, মায়ানমারের আকিন প্রভৃতি।

**5. শিল্প শহর ( Industrial Town ) :** শিল্প শহরে (industrial town) কিছু উৎপাদনভিত্তিক কার্যাবলী অনুসৃত হয়। শিল্প শহরে কোনো একটি বিশেষ শিল্প বিশেষীকরণ অর্জন করে। শিল্প শহরে কাঁচামাল আনয়ন এবং উৎপাদিত দ্রব্য অন্যত্র প্রেরণের জন্য পরিবহন ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পবিপ্লবের সময়ে শিল্পকেন্দ্রের পাশে শিল্প শ্রমিকের বসতির জন্য অসংখ্য ছোটো ছোটো বাড়ি গায়ে গায়ে গড়ে উঠেছিল। শিল্প শহরে বাজার, বিদ্যুৎশক্তির সরবরাহ, ব্যাংকের পরিষেবার বিকাশ ঘটেছে। আবার লক্ষ করা যায় যে শিল্প শহরে একটি বৃহৎ শিল্পকে কেন্দ্র করে অনেক অনুসারী শিল্প গড়ে ওঠে এবং একটি শিল্পাঞ্চলের সৃষ্টি হয়। উল্লেখযোগ্য লৌহ ইস্পাত শিল্প শহর হল পিটসবার্গ, জামসেদপুর, রৌরকেল্লা এবং মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্প শহর হল ডেট্রয়েট, আবার জাহাজ নির্মাণ শিল্প শহর হল বিশাখাপত্তনম প্রভৃতি।

**6. পরিবহন এবং বণ্টন শহর ( Transfer and Distribution Town ) :** এই ধরনের শহরগুলিতে মূলত পরিবহন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের আধিক্য লক্ষ করা যায়। এখানে বিভিন্ন কাঁচামাল ও শিল্পজাতদ্রব্য পরিবহনকে কেন্দ্র করে পরিবহন শহর কিংবা বিভিন্ন পণ্যের বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে বাণিজ্যিক শহর গড়ে ওঠে। পণ্য বিতরণ শহরে বৃহদাকার বাজার, গুদামঘর, ব্যাংক এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক পরিষেবার সুবিধা লক্ষ করা যায়। বণ্টন শহর বা বাণিজ্যিক শহরের উদাহরণ হল কলকাতা, কানপুর, আমেদাবাদ প্রভৃতি। অনেক বণ্টন শহরে প্রধানত দ্রব্য স্থানান্তরিত হয় এক পরিবহন মাধ্যম থেকে অন্য পরিবহন মাধ্যমে। যেমন স্থলপথ থেকে জলপথে দ্রব্য বা পণ্য স্থানান্তরিত হয়। মুম্বাই, চেন্নাই, টোকিও প্রভৃতি শহরে। আবার অনেক বাণিজ্যিক শহরের প্রধান কাজ হল মূলধন (capital) সরবরাহ করা। এই সমস্ত বাণিজ্যিক শহর দেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, যেমন কলকাতার ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, মুম্বাই-এর দালাল স্ট্রিট প্রভৃতি।

**7. পর্যটন ও স্বাস্থ্য শহর ( Resort and Health Town ) :** এই ধরনের শহরের অবস্থান সাধারণত পর্যটন কেন্দ্র বা স্বাস্থ্য কেন্দ্র রূপে অবস্থান করে। পর্যটন শহর পার্বত্য অঞ্চল, সমুদ্র উপকূল, বড়ো নদী বা হ্রদের তীরে গড়ে ওঠে। এই ধরনের শহর পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় কারণ এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, স্বাস্থ্যকর জলবায়ু, উষ্ণ প্রস্রবণ এবং তুষার ঢাকা পাহাড়ের অবস্থান লক্ষ করা যায়। পর্যটন শহরে হোটেল, দোকান, বাজার এবং বিভিন্ন ধরনের পরিষেবার সুযোগ সুবিধা বর্তমান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—শৈল শহর সিমলা, উটি, মানালি, দার্জিলিং ; সমুদ্র সৈকত শহর দীঘা, পুরী, গোপালপুর ; প্রস্রবণ শহর বক্রেশ্বর প্রভৃতি।

**8. আবাসিক শহর ( Residential Town ) ঃ** আবাসিক শহরগুলি প্রাথমিকভাবে মানুষের বসবাসের জন্য নির্মিত হলেও পরবর্তীকালে এখানে অন্যান্য কার্যাবলীর উদ্ভব লক্ষ করা যায়। সাধারণত মহানগরের বিশাল জনসংখ্যার চাপ কমানোর জন্য শহরতলি বা বড়ো বড়ো শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এই ধরনের শহর গড়ে ওঠে। আবাসিক শহরের উদাহরণ হল কল্যাণী, কলকাতার বিধাননগর প্রভৃতি।

**9. মিশ্র কার্যাবলীর শহর ( Mixed Functional Town ) ঃ** প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো একটি বড়ো শহরের বসবাসকারী অধিবাসীরা একধরনের পেশায় নিযুক্ত থাকলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে অধিবাসীদের কার্যাবলীর ধরনও ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই ধরনের শহরের বসতিতে বহুমুখী কার্যাবলী লক্ষ করা যায় বলে একে মিশ্র কার্যাবলী শহর (mixed functional town) বলে। এই ধরনের শহরের বসতিগুলিতে শুধুমাত্র বসবাস হয় না ; সেখানে বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলী সমানভাবে চলে। মিশ্র কার্যাবলী শহরের উদাহরণ হল কলকাতা, মুম্বাই, লন্ডন, টোকিও প্রভৃতি।

**3. হ্যারিস-এর শ্রেণিবিভাগ (Harris's Classification):** সি. ডি. হ্যারিস (C. D. Harris) 1943 খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দশ হাজারের ঊর্ধ্বে জনসংখ্যাবিশিষ্ট মোট 944টি শহর এবং নগরের ক্রিয়াকলাপকে সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে এক নতুন ধরনের পৌর শ্রেণিবিভাগ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তাঁর এই বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে **কোয়ান্টিটেটিভ মেথড** (Quantitative method) বা **পরিমাত্রিক পদ্ধতি** বলা হয়। হ্যারিস যুক্তরাষ্ট্রের শহর এবং নগরগুলিকে মোট নয়টি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন—

(i) **শিল্পনগর বা ম্যানুফ্যাক্চারিং সিটিজ (Manufacturing cities):** এই ধরনের নগরগুলিতে উৎপাদন-সংক্রান্ত শিল্পে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা মোট শ্রমিকের অন্ততপক্ষে 74% হতে হবে।

(ii) **শিল্পনগর ব্যাবসাকেন্দ্র বা রিটেল সেন্টারস্ (Retail centres):** খুচরো ব্যবসায়ে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা উৎপাদন শিল্পে এবং পাইকারি ব্যাবসাতে লিপ্ত কর্মীসংখ্যার অন্ততপক্ষে 50% হওয়া চাই। এ ছাড়া, পাইকারি ব্যাবসার সঙ্গে যত কর্মী যুক্ত, তার অন্তত 2-2 গুণ কর্মীকে খুচরো ব্যাবসার সঙ্গে যুক্ত হতে হবে।

(iii) **পাইকারি ব্যাবসাকেন্দ্র বা হোলসেল সেন্টারস্ (Wholesale centres):** পাইকারি ব্যবসায় নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা উৎপাদন-সংক্রান্ত শিল্প এবং খুচরো ও পাইকারি ব্যবসায় লিপ্ত মোট কর্মীসংখ্যার অন্ততপক্ষে 20% এবং শুধুমাত্র খুচরো ব্যবসায়ে নিযুক্ত কর্মীসংখ্যার কমপক্ষে 45% হতে হবে।

(iv) **পরিবহণ কেন্দ্র বা ট্রান্সপোর্টেশন সেন্টারস্ (Transportation centres):** পরিবহণ এবং যোগাযোগভিত্তিক নগরবসতি বলতে সেই

Scanned by TapScanner

শহরগুলিকেই বোঝায়, যেখানে এই কাজকর্মের সঙ্গে মোট উপার্জনশীল কর্মীর অন্ততপক্ষে 11 শতাংশ লোক যুক্ত হয়েছে।

(v) **খনিশহর বা মাইনিং টাউন (Mining town):** এই জনবসতিগুলিতে মোট উপার্জনশীল কর্মীর 15%-কে খনিকাজে লিপ্ত হতে হবে।

(vi) **বিশ্ববিদ্যালয় শহর বা ইউনিভার্সিটি টাউন (University towns):** এই ধরনের পৌরবসতিতে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষা-সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত কর্মীর সংখ্যা মোট উপার্জনশীল কর্মীসংখ্যার 25% হতে হবে।

(vii) **ডাইভারসিফায়েড সিটিজ বা অনির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ কেন্দ্র (Diversified cities):** এই শ্রেণির পৌরবসতির কোনো নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কাজ নেই। এখানে উৎপাদনভিত্তিক শিল্প, পাইকারি ব্যাবসা কিংবা খুচরো ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত কর্মীর সংখ্যা যথাক্রমে মোট কর্মীসংখ্যার 60%, 20%, এবং 50% হতে হবে।

(viii) **স্বাস্থ্যনিবাস এবং অবসর বিনোদন শহর বা রিসর্ট অ্যান্ড ক্যাপিটালস টাউনস (Resort and Retirement towns):** হ্যারিস এই শ্রেণির পৌরবসতির জন্য কোনো নির্দিষ্ট কর্মীসংখ্যার অনুপাত নির্ধারণ করেননি।

(ix) **রাজধানী এবং অন্যান্য ধরনের পৌরবসতি অর্থাৎ ক্যাপিটালস অ্যান্ড আদার টাইপস অফ টাউনস (Capitals and other types of towns):** এই জনবসতিগুলির জন্য হ্যারিস কোনো নির্দিষ্ট অনুপাত নির্ধারণ করেননি।

হ্যারিস প্রবর্তিত পৌরবসতির শ্রেণিবিভাগ মডেলের প্রধান সুবিধা হল যে, পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বিভিন্ন পৌরবসতির চরিত্র নির্ধারণ করা যায়।

তবে আলোচ্য পদ্ধতির মাধ্যমে নগরবসতির শ্রেণি-বিভাগ করা বিশেষ পরিশ্রমসাধ্য ও পৌরবসতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ সঠিকভাবে বোঝা যায় না।

Scanned by TapScanner

## (চ) নেলসনের শ্রেণিবিভাগ (Classification by Nelson) ঃ

1955 খ্রিস্টাব্দে এইচ. জে. নেলসন (Haward J. Nelson) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন নগরের উপর জরিপ কাজ পরিচালনা করে নগরের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে নগরের সেবা ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ করেন। তিনি নগরীয় কর্মকাণ্ডের দশটি ভাগে বিভক্ত করেন। নিয়োজিত জনসংখ্যার ভিত্তিতে তিনি মোট নিয়োগ এবং কোন নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ড নিয়োজিত শ্রমিকের শতাংশ তুলনা করেন। তিনি হ্যারিসের শ্রেণিবিভাগকে অতিক্রম করেছেন এবং নগরের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে বিশেষীকরণের ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে আরও যুক্তিনিষ্ঠ হয়েছেন।

তিনি প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 1950 খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি থেকে 10000 এর অধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট বড় বড় নগরের নিয়োগ তথ্যসংগ্রহ করেন এবং লেখচিত্রে দেখান। এ ধরনের লেখচিত্র থেকে তিনি নগরগুলোতে কোন নিদিষ্ট কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা বেশি তা বুঝতে চেষ্টা করেছেন। সঠিকভাবে এদের সংখ্যাগত পার্থক্যও এই লেখচিত্র থেকে বিশ্লেষণ করা যায়। নেলসন তাঁর নগরের শ্রেণিবিভাগের ক্ষেত্রে কিছু পরিসংখ্যান পদ্ধতি অবলম্বন করেন। সেগুলো হলো—

**(ক) গাণিতিক গড় (Arithmatic Mean) ঃ** বিভিন্ন শহর ভিন্ন ভিন্ন কাজকর্মে নিয়োজিত শ্রমিকের বণ্টনের তথ্য নিয়ে সমগ্র দেশের শ্রমশক্তির একটি কেন্দ্রীয় প্রবণতা বর্ণনা করেন। অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যার রাশি দেখে এর গাণিতিক গড় নির্ধারণ করেন। এ ভাবে তিনি প্রতিটি কর্মকাণ্ডকে তুলনামূলক ভাবে দেখাবার চেষ্টা করেন।

**(খ) আদর্শ বিচ্যুতি (Standard deviation) ঃ** গাণিতিক গড় দেখে প্রতিটি কর্মকাণ্ডের জন্য আদর্শ বিচ্যুতি (SD) নির্ধারণ করেন। নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ডের জনশক্তি এর গড় থেকে কতটা বিচ্যুত প্রাপ্ত আদর্শ বিচ্যুতি তাকে নির্দেশ করে।

**(গ) চলকের সহগুণক ঃ** এটি একটি আপেক্ষিক পরিমাপ যা বণ্টনের গড়ের সাথে এর বিচ্যুতির ব্যবধানের হারকে তুলনা করে।

নেলসনের মতে, কোন একটি নগর যে-কোনো কর্মকাণ্ডের জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্যের হবে যখন ঐ শহরের জন্য নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ডের শ্রমশক্তির গড় এবং আদর্শ বিচ্যুতি কমপক্ষে একগুণ এর মানের যোগফলের সমান হবে। গাণিতিক গড়ের সাথে এর আদর্শ বিচ্যুতির কতগুণ (NSD) যোগ করে কোনো কর্মকাণ্ডে শ্রমশক্তিকে নির্দেশ করা যায়। এটাই সেই কর্মকাণ্ড ঐ নগরের কতটা বিশেষায়িত বা প্রভাব বিস্তার করে আছে তা নির্দেশ করবে।

**নির্ণয় পদ্ধতি**

যে কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে বিচার করা হবে তার গড় বের করতে হবে এবং আদর্শবিচ্যুতি নির্ণয় করতে হবে। যদি এর যোগফলের মানের চেয়ে কোন নগরে ঐ কর্মকাণ্ডের মান বেশি হয় তবে ঐ কর্মকাণ্ডের জন্য উক্ত শহর বিশেষায়িত বলা যাবে। গড় এবং কত পর্যন্ত যোগফলকে অতিক্রম করে সেভাবে এর বিশেষায়ণের মাত্রা বোঝা যাবে। প্রস্তুতকারী শিল্পের ক্ষেত্রে দেখা গেল যেক্ষেত্রে এর গড় 27.07 এবং আদর্শবিচ্যুতির মান 16.04; সেক্ষেত্রে এদের যোগফল 27.04 + 16.04 = 45.11। এর চেয়ে কোন নগর যদি প্রস্তুতকারী শিল্পের নিয়োজিত জনসংখ্যার শতকরা হার বেশি হয় তবে সে শহর প্রস্তুতকারী শিল্পের জন্য ISD বিশেষায়িত বলা যাবে। যদি শতকরা মান (27.07+2×16.04 = 59.15) এর সমান বা তার বেশি হয় তবে বলা যাবে উক্ত কর্মকাণ্ডে ঐ নগর 2SD বিশেষায়িত। এভাবে 3SD, 4SD...NSD দ্বারা মাত্রা নির্দেশ করা যেতে পারে।

Scanned by TapScanner

মাত্রায় বিশেষায়িত।

নেলসন তার আলোচনায় নগরগুলোকে 10টি শ্রেণিতে ভাগ করেছিলেন। যথা—

**1. প্রস্তুতকারী শিল্প (Manufacturing) ঃ** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নগরগুলোতে এর সংখ্যা বেশি দেখা যায়। সেখানে দেখা গেছে জরিপকৃত 897টি নগরের মধ্যে 183টি নগরে এই কর্মকাণ্ড বিশেষায়িত। যেখানে গড় ছিল 27.07 এবং SD ছিল 19.23।

**2. খুচরা বাণিজ্যকেন্দ্র (Retail trade Center R) ঃ** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 137টি নগর এই কর্মকাণ্ডে বিশেষায়িত। দেখা গেছে যে, যেখানে প্রস্তুতকারী শিল্পনগর বিশেষায়িত সেখানে খুচরা বিক্রয়কেন্দ্র কম। এক্ষেত্রে গড় ছিল 19.23 এবং SD 3.63।

**3. বৃত্তিমূলক (Professional = P) ঃ** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 81টি নগরে দেখা যায় যেখানে বৃত্তিমূলক শ্রমশক্তির প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। লক্ষ্য করা গেছে যেখানে নগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেশি সেখানে এ কর্মকাণ্ড বেশি বিশেষায়িত। এক্ষেত্রে গড় ছিল 11.09 এবং SD 5.87.

**4. পরিবহণ এবং যোগাযোগ (Transport and Communication = T) ঃ** পরিবহণ ও যোগাযোগের সাথে জড়িত শ্রমশক্তি বিশ্লেষণ করে উক্ত পদ্ধতিতে নেলসন 96টি নগর বিশেষায়িত করেছেন। এখানে প্রধানত স্থল পরিবহণ বেশি কার্যকরি। শ্রমশক্তির গড় ছিল 7.12 এবং 4.58 ।

**5. ব্যক্তিগত সেবা (Personal Service = Ps) ঃ** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিগত নানা সেবায় বেশি মাত্রায় যুক্ত শ্রমশক্তি 92টি নগরে দেখা গেছে। ফ্লোরিডা, ক্যালির্ফোনিয়া, সারাটেগা প্রভৃতি এ ধরনের নগর। এক্ষেত্রে গড় 6.20 এবং SD 2.07 ছিল।

**6. সরকারি প্রশাসন (Public administration) ঃ** এই ধরনের নগর নির্ধারণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গারাষ্ট্র এবং সেগুলোর রাজধানী নিয়ে হিসেব করা হয়। উদাহরণরূপে বলা যায়, অলিম্পিয়া ও হ্যারিস বার্গ এ দু'ধরনের দেখা গেছে। এ গড় ছিল 4.58 এবং SD 3.48 ।

**7. পাইকারি বাণিজ্য কেন্দ্র (Whole sale trade = w) ঃ** খচুরা বিক্রয়ই খুব বেশি পরিমাণে এবং সমন্বয় ও বিক্রয় সামগ্রীর ক্ষেত্রে করোনা, ক্যালিফোর্ণিয়া, ফ্লোরিডা প্রভৃতি এ ধরনের বিশেষ নগরী। এক্ষেত্রে গড় 3.15 এবং SD 2.12।

**8. অর্থ, বিমা ও ভূসম্পত্তি (Finance, insurance and real estate = F) ঃ** অর্থসংক্রান্ত কার্যাদি, বিমা, ভূসম্পত্তি প্রভৃতি কাজের সাথে যুক্ত শ্রমশক্তি বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র দেশে এ ধরনের নগর বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। এরুপ 123টি শহর পাওয়া গেছে যার গড় 3.19,SD 1.25।

**9. খনিজ উত্তোলন (Mining = m) ঃ** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 46 টি নগর এই ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত এবং এদের গড় 1.62 এবং যার SD 5.01। অন্যান্য কর্মকাণ্ডের তুলনায় এ পেশায় কম জনসংখ্যার প্রয়োজন। কাজেই গড় শ্রমিক কম।

**10. বৈচিত্র্যময় (Diversity = D) ঃ** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 897টি শহরের মধ্যে 246টি শহর দেখা গেছে যারা নির্দিষ্ট কোন কর্মকাণ্ডের জন্য বিশেষায়িত নয় এবং যেগুলো নেলসন কোন শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেননি সেগুলোকে এই শ্রেণিভুক্ত করেছেন। ফ্লোরিডা ছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব নগরগুলোতে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

**সমালোচনা**

(ক) শ্রেণিবিভাগটি পুরোপুরি নিজের ইচ্ছানুযায়ী করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিজস্ব মতামতই প্রাধান্য পেয়েছে এবং যা গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের বাধা হয়ে দাড়ায়।

(খ) নেলসনের তত্ত্বের সমালোচনা করে অনেকে বলেছেন যে শুধু গড় বের করে তার বেশি বা কম দিয়েই তে

Scanned by TapScanner

বিশেষায়িত নগর ভাগ করা যায়। কিন্তু তাঁর তত্ত্বে গড় বিচারের সাথে আদর্শ বিচ্যুতি যোগ করার কথা বলা হয়েছে।

(গ) আদর্শ বিচ্যুতি সাধারণ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু বিশেষীকরণের ক্ষেত্রে এর কোনো পরিসংখ্যানিক যুক্তি তেমন নেই।

(ঘ) বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে যেখানে কম্পিউটারের মত উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে, সেখানে শ্রমশক্তির দ্বারা নগর শ্রেণিবিভাগ অসুবিধাজনক।

পরিশেষে বলা যায় বিশেষায়ণ ব্যাপারটি তুলনামূলক, কাজেই নেলসন এবং হ্যারিস এর শ্রেণিবিভাগের মধ্যে কোনটি বেশি গ্রহণযোগ্য সেটাও আপেক্ষিক। তবে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে নেলসনের শ্রেণিবিভাগের বিষয়গত দিকটি বেশি ফুটে ওঠে এবং গাণিতিক বিশ্লেষণের জন্য অধিক উপযোগী।

Scanned by TapScanner

## 3.16.5. ভারতীয় নগরের কার্যভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ
## (Functional Classification of Indian Cities) :

শহরের শ্রেণিবিভাগের বিভিন্ন পদ্ধতি কিংবা ভিত্তিগুলি প্রধানত আমেরিকার শহরের শ্রেণিবিভাগকে অনুসরণ করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তার ব্যাবহারিক প্রয়োগ ঘটেছে। ভারতীয় শহরগুলির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানীগণ, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ এবং অর্থনীতিবিদগণ ভারতীয় শহরের কার্যভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ করেছেন।

● **অশোক মিত্রর শ্রেণিবিভাগ :** 1964খ্রিঃ অশোক মিত্র ভারতীয় শহরগুলিকে নির্দিষ্ট কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। তাঁর শ্রেণিবিভাগ 1973 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 1961 খ্রিস্টাব্দের 'Census data'-র ওপর ভিত্তি করে তিনি এই কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। 1981 খ্রিস্টাব্দে তিনি আবার বিশদভাবে এবং নতুন কিছু দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে ভারতীয় শহরগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর দ্বিতীয় শ্রেণিবিভাগের ভিত্তি ছিলেন 1961 এবং 1971 খ্রিস্টাব্দের 'Census data'-র ব্যবহার।

● **1964 খ্রিঃ শ্রেণিবিভাগ :** ভারতের Census Commission-এর Registrar General হিসেবে 1964 খ্রিস্টাব্দে অশোক মিত্র বিভিন্ন কার্যাবলির ওপর নির্ভর করে ভারতীয় শহরগুলির শ্রেণিবিভাগ করেছেন। প্রধানত 'শিল্পের বিভিন্ন শ্রেণিতে কী ধরনের শ্রমিক কাজ করেন তার ওপর নির্ভর করে তিনি 1961 এবং 1971-এর Census data থেকে তথ্য নিয়ে এই কাজ সম্পন্ন করেছেন।

● **শহরের প্রধান কার্যাবলির ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা শহরের শ্রেণিবিভাগ :**

| Census ভিত্তিক Industrial Category | বর্ণনা |
|---|---|
| I | কৃষিকাজ |
| II | কৃষি শ্রমিকের কাজ |
| III | বনসৃজন, মাছ ধরা, বাগিচা ফসল উৎপাদন, খনিজ সম্পদ আহরণ ইত্যাদি। |
| IV | Household Industry |
| V | শ্রমশিল্পকর্ম (Household Industry ছাড়া) |
| VI | পরিকাঠামো নির্মাণমূলক কর্ম (constructional activities) |
| VII | ব্যাবসাবাণিজ্য |
| VIII | পরিবহণ, মালপত্র মজুত করা, যোগাযোগ এবং পরিসেবামূলক কাজ। |

টেবিলে উল্লিখিত শ্রেণিতে প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণির শহরে কৃষিকাজ এবং কৃষি শ্রমিকের কাজ সম্পূর্ণভাবে non-urban activity-র মধ্যে পড়ে।

Scanned by TapScanner

● তিনটি কর্মকাণ্ড গড়ে ওঠা শহর এবং তাদের শ্রেণিবিভাগ :

| কর্মের প্রকৃতি | | Census Industrial Categories |
|---|---|---|
| A | শ্রমশিল্প | III, IV, V & VI |
| B | ব্যাবসাবাণিজ্য | VII, VIII |
| C | পরিসেবামূলক | IX |

কৃষি, বনসৃজন, বাগিচা চাষ, খনিজ সম্পদ উত্তোলন এবং আহরণ শহুরে এবং গ্রামীণ দুই এলাকাতেই গড়ে ওঠে। বাগিচা কৃষিকাজ এবং খনিজ সম্পদ আহরণ পরবর্তীকালে শহরকেন্দ্র গঠনে সাহায্য করে। 7টি Census Industrial category-র শহরকে তিনটি প্রধান কার্যাবলির এককে ভাগ করা যায়। এগুলি হল—

(i) শ্রমশিল্প (Manufacturing Work)

(ii) ব্যাবসা এবং পরিবহণ (Trade and Transport)

(iii) পরিসেবামূলক কর্ম (Services)

সমস্ত শ্রেণির কাজের শ্রমিককে একশো শতাংশ ধরে, কোনো একটি শহরে একটি কাজে কত শ্রমিক নিযুক্ত আছেন তা বের করা হয়। এরপর কোনো শহরের প্রধান কার্যাবলিকে চিহ্নিত করা হয়। যেমন— শ্রমশিল্প মূলক শহর (Manufacturing Town), ব্যাবসা-পরিবহণভিত্তিক শহর (Trade-Transport Town) এবং পরিসেবামূলক শহর (Service Town)।

শ্রমশিল্পমূলক শহর এবং ব্যাবসা ও পরিবহণকেন্দ্রিক শহরকে আরও তিনটি ও দুটি উপশ্রেণিতে যথাক্রমে ভাগ করা হয়েছে।

| শ্রেণি (Class) | উপশ্রেণি (Subclass) | ভিত্তি (Criteria) |
|---|---|---|
| **A.** | | A শ্রেণিতে কাজে নিযুক্ত শ্রমিক B কিংবা C-তে নিযুক্ত অপেক্ষা 20% বেশি। |
| শ্রমশিল্পমূলক (Manufacturing Town) | (ক) খনিজ সম্পদ আহরণ কেন্দ্র (Mining) | তৃতীয় শ্রেণিতে নিযুক্ত কর্মীসংখ্যা IV, V ও VI শ্রেণি অপেক্ষা বেশি। (প্রায় 10% বেশি) |
| | (খ) আর্টিজীয় শহর (Artisan town) | IV শ্রেণির শহরে নিযুক্ত কর্মীসংখ্যা III, V ও VI শ্রেণি অপেক্ষা 10% বা তার বেশি। |
| | (গ) শ্রমশিল্প কেন্দ্রিক শহর (Manufacturing Town) | V শ্রেণিতে নিযুক্ত শ্রমিক III, IV ও V শ্রেণি অপেক্ষা 10% কিংবা তারও বেশি। |
| **B.** ব্যাবসা ও পরিবহণ কেন্দ্রিক শহর | | VII এবং VIII শ্রেণির কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা A এবং C শহরে নিযুক্ত শ্রমিকের চেয়ে 20%বেশি। |
| | (ক) বাণিজ্যিক শহর (Trade Town) | VII শ্রেণির কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা VIII শ্রেণির কাজে নিযুক্ত শ্রমিক অপেক্ষা 10% বেশি। |
| | (খ) পরিবহণ শহর (Transport Town) | VIII শ্রেণির কাজে নিযুক্ত শ্রমিক VII শ্রেণির কাজ অপেক্ষা 10% বেশি। |
| **C.** সেবামূলক শহর (Service Town) | | IX শ্রেণির কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা III, IV, V এবং VI শ্রেণির কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের চেয়ে 20% বেশি। |

Scanned by TapScanner

অশোক মিত্র শহরের মধ্যে বিভিন্ন কার্যাবলির শ্রেণিবিভাগ করতে গিয়ে ত্রিভুজাকার চিত্র ব্যবহার করেছেন। একটি সমবাহু ত্রিভুজের তিনটি মধ্যমা বাহুগুলিকে যথাক্রমে A, B ও C বিন্দুতে ছেদ করেছে। A, B ও C এই তিনটি প্রধান কাজের শ্রেণি, প্রত্যেকটি শ্রেণির মধ্যে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা মোট কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের কত অংশ সেটি **তিনটি বাহুর(Axis) দেখানো হয়েছে**। ত্রিভুজের কেন্দ্রে কাজের ধরনের মধ্যে বৈচিত্র্য (diversification) সবচেয়ে বেশি। ওই নির্দিষ্ট বিন্দু যত দূরবর্তী বৃত্তচাপ অঙ্কন করা হয় সেখানে নির্দিষ্ট কাজের প্রাধান্য বেশি মাত্রায় দেখা যায়। ত্রিভুজটির কেন্দ্র থেকে $6\frac{2}{3}$, $11\frac{2}{3}$ এবং $16\frac{2}{3}$ একক ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্ত অঙ্কন করলে কাজের speciallisation ধরা পড়ে। কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে ক্রমশ 40%, 45% এবং 50% করে কর্মবৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়।

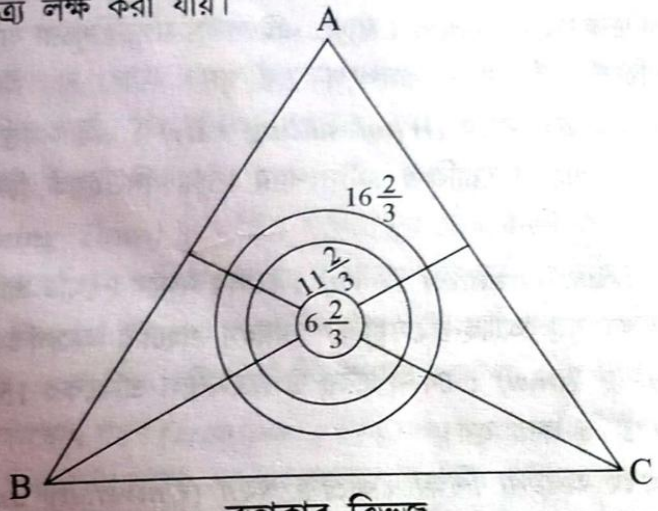


**বৃত্তাকার ত্রিভুজ**

কোনো শহর কর্মের নিরিখে যদি সমবাহু ত্রিভুজের কেন্দ্রের ১ম বৃত্তে অবস্থান করে তবে ওই শহরে কাজের মধ্যে ভারসাম্য সবচেয়ে বেশি হবে। কারণ ওই শহরের মোট কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের 40% কোনো নির্দিষ্ট কর্মে নিযুক্ত হয়। এর বেশি কখনও হবে না, শহরগুলির মধ্যে যেগুলি ১ম ও ২য় বৃত্তের মধ্যভাগে অবস্থান করে সেখানে মাঝারি মানের কর্ম ভারসাম্য দেখা যায়। এখানে কোনো একটি নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত শ্রমিক মোট বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের 40%–45% হয়। যেসব শহর ২য় এবং ৩য় বৃত্তের মধ্যে অবস্থান করে সেখানে একটি কাজ প্রধান কর্ম হিসেবে (dominant function) পরিগণিত হবে। এখানে নির্দিষ্ট একটি কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি মোট বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির 45%–50% হবে। তৃতীয় বৃত্তের বাইরে অবস্থিত শহরগুলিতে নির্দিষ্ট একটি কাজে নিযুক্ত ব্যক্তির পরিমাণ মোট বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের 50% হবে। এই শহরটিকে নির্দিষ্ট কর্মকেন্দ্রিক শহর (Speciallised functional town) আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

| কর্মের শ্রেণি (Functional type) | অবস্থান (Position) | কাজে নিযুক্ত মোট শ্রমিকের % (Percentage of total workforce) |
|---|---|---|
| (ক) | ১ম বৃত্তের মধ্যে অবস্থান | কোনো নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যা মোট বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের 40%-এর বেশি হয় না। |
| (খ) | ১ম ও ২য় বৃত্তের মধ্যে অবস্থান | নির্দিষ্ট কর্মে মোট শ্রমিকের 40%—45% নিযুক্ত থাকেন। |
| (গ) | ২য় ও ৩য় বৃত্তের মধ্যে অবস্থান | একটি নির্দিষ্ট কর্মে 45%—50% শ্রমিক নিযুক্ত থাকেন। |
| (ঘ) | ৩য় বৃত্তের বাইরে অবস্থান | একটি কাজ প্রাধান্য পায়। ওই কাজে 50% বা তার বেশি শ্রমিক নিযুক্ত থাকেন। |

Scanned by TapScanner